মার্ক্স প্রভাবিত বিশ্ব

আলমগীর খান

১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন দুই শ বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্স। এ বছর বিশ্বব্যাপী তাই তাঁর ২০০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হচ্ছে।

মার্ক্সকে নিয়ে লেখালেখি চলেছে ও চলছে–পক্ষে ও বিপক্ষে। যাঁরা বিপক্ষে লিখছেন তাঁরা আনন্দিত, কারণ মার্ক্সবাদের পরাজয় তাঁরা দেখছেন এবং তার ভ্রান্তি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত বলে মনে করছেন। পক্ষে লিখছেন তাঁরা যাঁরা আগের মতই এখনও বর্তমান পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন চান। আর মার্ক্সবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করছেন তাঁরা যাঁরা বর্তমান যুদ্ধবাজ লাগামহীন বুর্জোয়া ব্যবস্থার কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করছেন, ফলে এ ব্যবস্থাকেই আদর্শ মনে করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী।

যাঁরা মার্ক্সবাদকে মৃত মনে করছেন তাঁরা এত বার বার এর মৃত্যু ঘোষণা করছেন যে বোঝা যাচ্ছে তাঁরা এখন মার্ক্সের ভূত দেখছেন। ১৮৪৮ সালে তরুণ মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখা কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারের প্রথম বাক্য: 'ইউরোপ ভূত দেখছে–কমিউনিজমের ভূত।'[১] ইউরোপীয় বুর্জোয়া ও পাতি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় পৃথিবীতে কমিউনিজম এখন মরে ভূত হয়ে গেছে। তাঁদের ভূত দেখা শেষ হয়নি। এখন তাঁরা দেখছেন কার্ল মার্ক্সের ভূত। মার্ক্সবাদের মৃত্যু প্রমাণে তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টার মধ্যে এই ভূতের ভয় ধরা পড়ছে। এই ভূতের ভয়ের বাস্তব কারণ আছে। কারণ তাঁদের আশপাশেই দেখা যাচ্ছে মার্ক্সবাদী চিন্তার প্রাণশক্তি।

মার্কিন পুঁজিবাদের সংকট থেকে যুদ্ধবাজ ট্রাম্পের উত্থান। বিশ্ব পুঁজিবাদ বৈষম্যের এক গভীর গিরিখাতে পড়ে গেছে। সমগ্র দুনিয়ার অর্ধেক মানুষের হাতে যে সম্পদ তার সমান পরিমাণ পৃথিবীর মাত্র আটজন ধনী ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত।[২] অক্সফামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "২০১৭ সালে উৎপাদিত বিশ্বসম্পদের ৮২ শতাংশ বিশ্বের ১ শতাংশ ধনী লোকের কুক্ষিগত হয়েছে।"[৩] এ রকম পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা টিকে থাকা অসম্ভব। যুক্তরাষ্ট্র তাই সংকটজীর্ণ বিশ্বব্যবস্থা থেকে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিবার থেকে আগেই পালিয়েছে একসময়কার দুর্ধর্ষ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন। এই পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার টিকে থাকার শেষ ভদ্রগোছের পথ দেখিয়েছেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেতি তাঁর 'একবিংশ শতাব্দীতে পুঁজি' বইতে। অন্য পথ জঙ্গলের নীতি, যা এখন ট্রাম্পরা অনুসরণ করছেন।

দেখা যাচ্ছে, মার্ক্স ও এঙ্গেলস পুঁজিবাদের যে অন্তর্নিহিত সংকট চিহ্নিত করেছিলেন, তা থেকে পুঁজিবাদের মুক্তি ঘটেনি। তাঁদের এই চিহ্নিতকরণ এতটাই স্বচ্ছ যে 'দাস ক্যাপিটাল' প্রকাশের দেড় শ বছর পরও বিস্মিত হতে হয়। গ্রিসের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারাওফ্যাকিস এ রকম বিস্ময়ের কথাই বলেছেন তাঁর 'মার্ক্স আমাদের কালের সংকটের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–এবং মুক্তির পথ দেখিয়েছেন'* শীর্ষক লেখায়। তিনি বলেন, কোন ইশতেহারকে সফল হতে হলে 'তার থাকতে হয় বিটোফেনের সাংগীতিক ক্ষমতা, যা অর্থহীন গণভোগান্তির সমাপ্তি ঘটিয়ে আমাদেরকে ভবিষ্যের প্রতিনিধি হওয়ার প্রেরণা জোগায় এবং যা প্রকৃত মুক্তির লক্ষ্যে মানবতাকে তার শক্তি অনুধাবনে উৎসাহিত করে।'[৪] এ সবই আছে মার্ক্স-এঙ্গেলস রচিত ছোট্ট বইটিতে।

ভারাওফ্যাকিস লিখেছেন, "দিগন্তরেখার ওপারে দেখতে পারা যে কোন ইশতেহারের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে রকম যথার্থভাবে দেড় শ বছরের পরের কালের আগাম বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার দ্বন্দ্বসমূহ বিশেষণ করেছেন, যার মুখোমুখি আজ আমরা, তা সত্যি বিস্ময়কর। ১৮৪০-এর দশকে পুঁজিবাদ ছিল নড়বড়ে, স্থানীয়, খণ্ডিত ও ভীরু। তবু মার্ক্স ও এঙ্গেলস অনেক দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং দেখেছেন আজকের বৈশ্বিক, অর্থলগ্নিভিত্তিক ও লৌহপোশাক পরিহিত নর্তন-কুর্দনকারী পুঁজিবাদকে। এই অদ্ভুত প্রাণীটির জন্ম ১৯৯১ সালের পর, ঠিক যখন ক্ষমতাবানরা মার্ক্সবাদের মৃত্যু ও ইতিহাসের সমাপ্তি ঘোষণা করছে।"[৫]

ভারাওফ্যাকিস লিখেছেন, "দিগন্তরেখার ওপারে দেখতে পারা যে কোন ইশতেহারের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে রকম যথার্থভাবে দেড় শ বছরের পরের কালের আগাম বর্ণনা দিয়েছেন এবং তার দ্বন্দ্বসমূহ বিশেষণ করেছেন, যার মুখোমুখি আজ আমরা, তা সত্যি বিস্ময়কর। ১৮৪০-এর দশকে পুঁজিবাদ ছিল নড়বড়ে, স্থানীয়, খণ্ডিত ও ভীরু। তবু মার্ক্স ও এঙ্গেলস অনেক দূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন এবং দেখেছেন আজকের বৈশ্বিক, অর্থলগ্নিভিত্তিক ও লৌহপোশাক পরিহিত নর্তন-কুর্দনকারী পুঁজিবাদকে।

ভারাওফ্যাকিস আরো দেখিয়েছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব লুণ্ঠনবৃত্তিক পুঁজিবাদকে কিভাবে মানবিক হতে সাহায্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দেশ কে কার চেয়ে কত ভাল তা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। অবসর ভাতা, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে পুঁজিবাদ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রে জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, যা অনেক পুঁজিবাদী দেশ অনুসরণ করেছে।

অবশ্য পুঁজিবাদের এই মানবিক পোশাক পরার মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজ দেশে বিপ্লবী পরিবর্তনকে প্রতিহত করা। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের যেসব ঔপনিবেশিক দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে, তাতে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। তবে মার্ক্সবাদের প্রভাব কেবল রাজনীতিতেই সীমাবদ্ধ না, এটি বিশ্বের শিল্প-সাহিত্যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। মার্ক্সবাদী সাহিত্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য শিল্প আধুনিক বিশ্ব

শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। অনেক ক্ষমতাসীন মার্ক্সবাদী শাসককে পুঁজিবাদীরা যতই নিষ্ঠুর, স্বৈরাচারী ও মানবতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে সফল হোক না কেন, মার্ক্সবাদ প্রভাবিত শিল্প-সাহিত্যকে সম্মান ও ভক্তি না করে কারো উপায় নেই। কেননা মার্ক্সবাদী শিল্প-সাহিত্য অনেক বেশি মানবিক ও বৈজ্ঞানিক চেতনায় শাণিত এবং সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস কোন মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন না যে আকাশ ও পাতালের মাঝে যা কিছু তার সব নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন। মানবসমাজ কেন ও কিভাবে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী যুগে প্রবেশ করবে, মোটা দাগে সেই কারণ উল্লেখ ছাড়া তাঁরা এ সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেননি। কিন্তু ঢাউস বইখানা যা নিয়ে লিখেছেন তা হচ্ছে পুঁজিবাদ। বিশ্বপুঁজির যত রকম কারিশমা আছে এবং থাকতে পারে তার সবই তিনি খুঁটে খুঁটে উল্লেখ করেছেন। আর এই প্রাণীটা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য যত দিন যাচ্ছে ততই আরো সত্য প্রমাণিত হচ্ছে।

ইশতেহারে তাঁরা লিখেছিলেন, "বুর্জোয়ারা...মানুষে মানুষে সম্পর্কের মাঝে নগ্ন স্বার্থ ও নিছক নগদ লেনদেন ভিন্ন অন্য কোন রহস্যজাল টিকতে দেয়নি।...এই ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যকে বিনিময়মূল্যে নামিয়ে এনেছে এবং অসংখ্য আপসহীন স্বীকৃত স্বাধীনতার স্থলে কেবল একটি একক নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে, যার নাম মুক্ত বাণিজ্য।...

"বুর্জোয়ারা এ পর্যন্ত সম্মানিত ও ভক্তির চোখে দেখা প্রত্যেক পেশার পবিত্র আবরণটা ছিঁড়ে ফেলেছে। এই ব্যবস্থা চিকিৎসক, আইনজীবী, যাজক, কবি, বিজ্ঞানী–সবাইকে এর কেনা মজুরে পরিণত করেছে।...

"উৎপাদিত পণ্যের জন্য নিরন্তর প্রসারমান বাজারের প্রয়োজন বুর্জোয়াকে বিশ্বপৃষ্ঠের সর্বত্র ধাওয়া করছে। তাকে জগতের সব জায়গায় ঢুকতে হচ্ছে, সব জায়গায় বসতি স্থাপন করতে হচ্ছে, সর্বত্র যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হচ্ছে।"[৬]

মার্ক্স-এঙ্গেলস প্রথমত পুঁজিবাদের এই ভয়ংকর হিংস্র রূপের বিস্তার ও বিকাশের ছবি এঁকেছেন। দ্বিতীয়ত বলেছেন পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত সংকটের কারণে তার বিপ্লবী উত্তরণের কথা। এই বিপ্লবী বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদেই প্রবহমান, যার ধারক-বাহক বুর্জোয়াদের বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত শোষিত শ্রমিক শ্রেণি। ইশতেহারে তাঁদের সহজ স্বীকারোক্তি, 'বুর্জোয়ারা ঐতিহাসিকভাবে একটি বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।'[৭] কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থা একটি বদ্ধ ডোবায় পরিণত হতে বাধ্য। আর তাই তার বিপ্লবী স্রোত চলমান রাখতে হলে তার নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে হবে, যে ধ্বংসের শিল্পী শ্রমিক শ্রেণির মাধ্যমে সে-ই জন্ম দিয়েছে।

মার্ক্সের এই ভবিষ্যদ্বাণী ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের মাধ্যমে ফলে গেল, তবে অক্ষরে অক্ষরে নয়, লেনিনীয় পরিবর্তনসহ। এরপর আরো বিপ্লব ঘটল, কিন্তু মার্ক্সের ভাবনা থেকে কিছুটা ভিন্ন রকমে। তখন মার্ক্সের আর কিছু করার নেই। কেননা তিনি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধরে রাখার এবং তাকে এগিয়ে নেয়ার কোন মন্ত্র বাতলে যাননি। দেখা গেল, বুর্জোয়া শক্তিকে ক্ষমতা থেকে হটানো যত সহজ, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে একটি উন্নত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা তার চেয়ে কঠিন। শত ভুলের পথ ধরে এগিয়ে গেছে ক্ষমতাসীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলো। আর মার্ক্সের স্বপ্নের সাম্য কোথাও আসেনি। বেশির ভাগ কমিউনিস্ট পার্টিকে ক্ষমতা ছাড়তেও হয়েছে। বুর্জোয়া শিবিরে তাই লাগামহীন উল্লাস দেখা দিয়েছে।

আর ঠিক তখনই ইতিহাস বিভিন্ন দেশে মার্ক্সবাদীদের দিকে ঝুঁকছে। ২০১৫ সালে গ্রিসে বামপন্থী সিরিজা সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তবে তারা পরে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে। আর ২০১৭ সালে খোদ আমেরিকার শ্বেত ভবন প্রায় অধিকার করে বসেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বার্নি স্যান্ডার্স। বার্নি যদি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের অর্থাৎ হিলারি ও ট্রাম্প গোষ্ঠীর যৌথ ষড়যন্ত্রের শিকার না হতেন, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি আজ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হত। এরপর মার্ক্সের ভূত ভর করল লন্ডনের কাঁধেও। ব্রিটিশ সংসদে জেরেমি করবিন বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হল খোদ ইংল্যান্ডে সমাজতন্ত্র কতটা জনপ্রিয় আদর্শ। Youssef El-Gingihy 'বিশ্ব মার্ক্সবাদের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যখন পুঁজিবাদ ধসে পড়ার মুখে' শীর্ষক লেখায় বলেছেন যে ২০১৫ সালে মেরিয়াম ওয়েবস্টারের অনলাইন অভিধানে যে শব্দটি সবচেয়ে বেশি খোঁজা হয়েছে তা হল 'সমাজতন্ত্র'।[৮]

অর্থাৎ বিশ্ব কাত হচ্ছে মার্ক্সবাদের দিকে। কিন্তু এই কাত হওয়াটা এত স্বাভাবিক গতিতে হচ্ছে যে আগের মত নজর কাড়ছে না। আর মার্ক্স-এঙ্গেলস যেভাবে আশা করেছিলেন, ঠিক ঠিক সেইভাবে হচ্ছে না। তা সম্ভবও না। ইতিহাসের হাতে অনেক নাটকীয় উপাদান আছে। বিশ্বায়ন ও তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উত্থান পুঁজিবাদকে সহায়তা করার কথা, অথচ হচ্ছে তার উল্টো। পুঁজিবাদ এসব নিয়ে ভয়ানক রকম আতঙ্কিত। আতঙ্কের ফলে অনেক অগ্রসর শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে সেয়ানা পাগলরা ক্ষমতায় বসছে, কারণ পরিস্থিতি পুঁজিবাদের জানা ক্ষমতা-কৌশলের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী যে জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, উগ্র ধর্মান্ধতা, অন্ধত্ব ও ভোগবাদী বস্তুবাদের উত্থান দেখা যাচ্ছে আজ, তা এই বিশ্ব পুঁজিবাদের হিস্টিরিয়ার লক্ষণ মাত্র। মহান কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস দিনে দিনে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। মার্ক্সবাদ আগের চেয়ে আরও সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে। মার্ক্সের ২০০তম জন্মবার্ষিকীর বছরে আসলে পুঁজিবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে আগের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চতানে ও সমসুরে।

আলমগীর খান: লেখক, নির্বাহী সম্পাদক: শিক্ষালোক।
ইমেইল: alamgirhkhan@gmail.com

তথ্যসূত্র

১) কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো; ঢাকা থেকে 'সংঘ প্রকাশন' কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৪-এ প্রকাশিত

২) দি ইনসিকিউরিটি অব ইনইকুয়ালিটি, কৌশিক বসু, প্রোজেক্ট সিন্ডিকেট, ১১ এপ্রিল ২০১৭

৩) https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2018-01-22/richest-1-percent-bagged-82-percent-wealth-created-last-year

৪) দ্য গার্ডিয়ান, ২০ এপ্রিল ২০১৮, লন্ডন

৫) পূর্বোক্ত

৬) মেনিফেস্টো অব দ্য কমিউনিস্ট পার্টি https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf

৭) পূর্বোক্ত

৮) ইনডিপেনডেন্ট, ৪ মে ২০১৮
https://www.independent.co.uk/news/long_reads/karl- marx-anniversary-a8334241.html